দ্য
ফরটি রুলস
অভ লাভ

এলিফ শাফাক

দ্য ফরটি রুলস অভ লাভ

অনুবাদ : সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

প্রকাশক	∎	জিয়াউল হাসান নিয়াজ
		প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
		38 বাংলাবাজার, ঢাকা
		ফোন: 01798659146
		হোয়াটসঅ্যাপ: 01798659146
		Premiumpublications4@gmail.com
		ISBN: 978-984-3915-05-4
		©: প্রকাশক

বইমেলা

পরিবেশক	∎	বইমই প্রকাশন
সম্পাদনায়	∎	আশরাফুল সুমন
প্রকাশকাল	∎	আগস্ট 2025
প্রচ্ছদ	∎	আহমাদ বোরহান
মুদ্রণ	∎	মক্কা প্রিন্টার্স
মূল্য	∎	650 টাকা
		ভারত: 750 টাকা। বহির্বিশ্ব: 12$

....

The Forty Rules of Love by Elif Shafak, translate by Sadiya Islam Bristy, Published by Premium Publications 38, Banglabazar, Dhaka-1100, Phone: 01798659146

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com • PBS • wafilife

এছাড়াও সকল অনলাইন বুকশপে বইটি পাওয়া যাবে।

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুবাদকের কথা

রুমিকে চিনতাম কবি হিসেবে। শামস-ই তাবরিজ সম্পর্কে যেটুকু জেনেছিলাম, সেটাও ছিলো বইয়ের ভাষায় ‘গৎবাঁধা’। অথচ কবি রুমির কবিতা লেখার পেছনে যে গল্প সেটা শামস-ই তাবরিজকে *ফরটি রুলস অভ লাভ*-এর মাধ্যমে না চিনলে বুঝি অসমাপ্তই থেকে যেত!

জন্মের আয়োজন থেকে শুরু করে মৃত্যুর মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া, সবখানেই মিশে আছে ভালোবাসার প্রলেপ। পাখির গান, আকাশের নীল, ভালো না থাকার বেদনা–কোথায় নেই ভালোবাসা? প্রেম ছাড়া তো জীবনটাই অপূর্ণ। অথচ নিঃস্বার্থভাবে, মগ্ন হয়ে প্রেমে পড়তে কয়জন পারে? রুমি আর শামস পেরেছিলেন। তাদের সেই প্রেমে আপনি হারিয়ে যেতে প্রস্তুত তো?

উৎসর্গ

জাগতিক বেড়াজাল, নিয়ম আর অন্ধকারে নিঃশ্বাস চেপে বেঁচে থাকা স্রষ্টার সকল সৃষ্টিকে।

মুখবন্ধ

বয়ে চলা পানিতে একটা পাথর ছুঁড়ে দেখুন। তাতে সেই পানির কিচ্ছু যায় আসবে না। বড়জোর পাথরের টুকরোটা আপনার হাত গলে পানির যেই জায়গাটায় পড়েছে, সেখানে একটু নাড়া দেবে কেবল। সেই তরঙ্গ বেশিদূর এগোনোর আগেই চারপাশ থেকে আসা নদীর স্রোত সেটাকে গিলে ফেলবে টুপ করে। ব্যস, এটুকুই!

অথচ সেই একই পাথরের টুকরো কোনো লেকের পানিতে ফেলুন। লেকের স্থির পানিতে চোখে পড়ার মতো ঢেউ খেলাবে পাথরটা, সেটা থাকবেও বেশ অনেকক্ষণ। পানির উপরিভাগ ছোঁয়ামাত্রই পাথরকে ঘিরে স্রোতের একটা চক্র ভেসে উঠবে, সময়ের সাথে সাথে সেই চক্র থেকে জন্ম নেবে নতুন নতুন চক্র। এই পর্যন্ত এসেও থামবে না 'মা চক্র'। তার ছানাপোনা চক্ররা তীর অব্দি আসবে, তারপর সমাপ্ত হবে তার কাজ।

নদী ঘটনাবহুল। তার শরীর বেয়ে বয়ে চলা স্রোতের সংখ্যা অগণিত। একটা পাথর সেখানে কিছুই না।

কিন্তু লেক...তার গণ্ডিবদ্ধ জীবনকে এলোমেলো করে দিতে ঐ একটা পাথরই যথেষ্ট।

গত চল্লিশ বছর ধরে অনেকটা লেকের মতোই জীবনযাপন করছিলো এলা রুবিনস্টাইন। সেই একই অভ্যাস, একই চাহিদা আর একই রকম পছন্দে কেটে যাচ্ছিলো তার দিনগুলো। আপাতদৃষ্টিতে একঘেয়ে মনে হলেও গৎবাঁধা এই জীবন কাটাতে কখনো ক্লান্তি আসেনি এলার। বিশেষ করে গত বিশ বছরের কথাই ধরুন না। এলার সমস্ত ইচ্ছা, তার বানানো

বন্ধুগুলো, এমনকি তার নেওয়া সবগুলো সিদ্ধান্ত–এই বিশ বছরের সবকিছুই এলার জীবনে এসেছে বিয়ে নামের অদৃশ্য এক ছাঁকনি বেয়ে।

এলার স্বামী ডেভিড দারুণ সফল। বিখ্যাত ডেন্টিস্ট সে। টাকা-পয়সাও অঢেল। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে তাদের দুজনের মধ্যে কখনো খুব গভীর আবেগ বা টান কাজ করেনি। কিন্তু বিয়েতে কি এই ভালোবাসাবাসিটাই সবকিছু? এলার সেটা মনে হয়নি কখনোই। বিয়েতে আবেগ আর ভালোবাসার চেয়েও বড় অনেক কিছু আছে। এই যেমন, বোঝাপড়া থাকা, স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, আর হ্যাঁ, মানুষের ভেতরে ধারণ করা সবচেয়ে মহান আর ঐশ্বরিক গুণ–ক্ষমা করার প্রবণতা। এসবের পরেই না আসে ভালোবাসা। তবে চলচ্চিত্র আর উপন্যাসের কথা অবশ্য আলাদা। সেখানে জীবনের এসব সহজ সমীকরণকে পেছনে ফেলে ভালোবাসা আর আবেগে ভর করে উড়ে চলে নায়ক-নায়িকারা, তাদের সেই প্রেম হয়ে যায় কিংবদন্তিতুল্য!

এলার জীবনের সবটুকু মনোযোগ আর প্রাধান্যের অংশীদার হলো তার ছেলেমেয়েরা। কলেজপড়ুয়া মেয়ে জ্যানেট আর কিশোর-বয়সি দুই জমজ ছেলেমেয়ে অরলি আর অভি আছে এলার। সাথে বারো বছরের গোল্ডেন রিট্রিভার স্পিরিটের কথা তো না বললেই নয়। সকালের মর্নিং ওয়াক হোক, কিংবা যখন-তখন মন ভালো করে দেওয়ার কারণ–বাচ্চাকাল থেকে স্পিরিট এলাদের সাথেই আছে, ঘরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে। তবে তারও সময় ফুরিয়ে এসেছে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে গোল্ডেন রিট্রিভারটা। অত্যধিক ওজন নিয়ে চলতে কষ্ট হয় ওর। কানে শোনে না। চোখেও বলতে গেলে দেখে না প্রায়। মনে মনে এসব কিছুই পাত্তা দেয় না এলা। স্পিরিট সব সময় থাকবে, এমনটা ভাবতেই শান্তি লাগে তার। অবশ্য, এলা সব সময় এমনই ছিলো। ও কখনোই কোনো কিছুর অন্তিম পরিণতিকে মেনে নিতে চায় না। তা সেটা কোনো অভ্যাস হোক, জীবনের একটা ধাপ হোক অথবা বিয়েই হোক। এমনকি যখন সেই পরিণতি একদম চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, এরপরেও।

ম্যাসাচুসেটসের নরদাম্পটনের এক বিশাল ভিক্টোরিয়ান বাড়িতে থাকে রুবিনস্টাইনরা। বাড়িটার বয়স অনেক। খানিকটা মেরামত লাগবে বটে, তবে তারপরেও পাঁচ বেডরুম, তিন বাথরুম, হার্ডউডের চকচকে মেঝে, বিশাল গ্যারেজ, ফ্রেঞ্চ দরজা আর আউটডোর জাকুজিওয়ালা বাড়িটা এককথায় দারুণ! কী নেই এই পরিবারের? জীবনবিমা, গাড়ির বিমা, রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান, কলেজের জন্য জমানো টাকা, যৌথ ব্যাংক